রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ২৩, ২০২০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৯ আষাঢ়, ১৪২৭ মোতাবেক ২৩ জুন, ২০২০

নিম্নলিখিত বিলটি ০৯ আষাঢ়, ১৪২৭ মোতাবেক ২৩ জুন, ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১৫/২০২০

মামলার বিচার (trial), বিচারিক অনুসন্ধান (inquiry), বা দরখাস্ত বা আপীল শুনানি, বা সাক্ষ্য (evidence) গ্রহণ, বা যুক্তিতর্ক (argument) গ্রহণ, বা আদেশ (order) বা রায় (judgment) প্রদানকালে পক্ষগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে আদালতকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে আনীত বিল

যেহেতু মামলার বিচার (trial), বিচারিক অনুসন্ধান (inquiry), বা দরখাস্ত বা আপীল শুনানি, বা সাক্ষ্য (evidence) গ্রহণ, বা যুক্তিতর্ক (argument) গ্রহণ, বা আদেশ (order) বা রায় (judgment) প্রদানকালে পক্ষগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে আদালতকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) **"আইন"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ তে সংজ্ঞায়িত অর্থে আইন;

(খ) **"আদালত"** অর্থ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগসহ সকল অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল;

(গ) **"দেওয়ানি কার্যবিধি"** অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908);

(ঘ) **"ফৌজদারি কার্যবিধি"** Code of Criminal Procedure, 1898 (Act. No. V of 1898);

(ঙ) **"ভার্চুয়াল উপস্থিতি"** অর্থ অডিও-ভিডিও বা অনুরূপ অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির আদালতের বিচার বিভাগীয় কার্যধারায় উপস্থিত থাকা বা অংশগ্রহণ।

(২) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা এই আইনে প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ফৌজদারি কার্যবিধি বা দেওয়ানি কার্যবিধিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা**।—(১) ফৌজদারি কার্যবিধি বা দেওয়ানি কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোনো আদালত, এই আইনের ধারা ৫ এর অধীন জারিকৃত প্রাকটিস নির্দেশনা (বিশেষ বা সাধারণ) সাপেক্ষে, অডিও-ভিডিও বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বিচারপ্রার্থী পক্ষগণ বা তাহাদের আইজীবী বা সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তি বা সাক্ষীগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিতক্রমে যে কোনো মামলার বিচার (trial), বিচারিক অনুসন্ধান (inquiry), বা দরখাস্ত বা আপীল শুনানি, বা সাক্ষ্য (evidence) গ্রহণ, বা যুক্তিতর্ক (argument) গ্রহণ, বা আদেশ (order) বা রায় (judgment) প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অডিও-ভিডিও বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বিচারপ্রার্থী পক্ষগণ বা তাহাদের আইজীবী বা সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তি বা সাক্ষীগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি বা ক্ষেত্রমত, দেওয়ানি কার্যবিধি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪। **ভার্চুয়াল উপস্থিতি স্বশরীরে আদালতে উপস্থিতি গণ্য**।—ধারা ৩ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করা হইলে ফৌজদারি কার্যবিধি বা দেওয়ানি কার্যবিধি বা অন্য কোনো আইনের অধীন আদালতে তাহার স্বশরীরে উপস্থিতির বাধ্যবাদকতার শর্ত পূরণ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **প্রাকটিস নির্দেশনা জারির ক্ষমতা**।—ধারা ৩ ও ৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ বা, ক্ষেত্রমত, হাইকোর্ট বিভাগ, সময় সময়, প্রাকটিস নির্দেশনা (বিশেষ বা সাধারণ) জারি করিতে পারিবে।

৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০ (২০২০ সনের ১নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

(১) বিদ্যমান আইনের বিধান অনুযায়ী আদালতে মামলার পক্ষগণ বা তাদের পক্ষে নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীগণের এবং সাক্ষীগণের স্বশরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে মামলার বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। সমগ্র বিশ্বের মত বাংলাদেশেও COVID-19 মহামারী রোধকল্পে মাসাধিককাল ধরে কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত দেশের সকল আদালত ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সাধারণ ছুটি ঘোষণাসহ জনসমাগম হয় এরূপ সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

(২) এ পরিস্থিতিতে জনগণের বিচারপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এর আওতায় ২৬ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৯ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে "আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০" জারি করেন।

(৩) বর্তমানে আদালতসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ খুলে দেয়া হলেও COVID-19 মহামারী রোধকল্পে অধিকতর জনসমাগমকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের সকল আদালতে বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে ভিডিও কনফারেন্সিংসহ অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী সকল পক্ষ বা তাদের আইনজীবী বা সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তি বা সাক্ষীগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিতক্রমে মামলার বিচার (trial), বা বিচারিক অনুসন্ধান (inquiry), বা দরখাস্ত বা আপীল শুনানি, বা সাক্ষ্য (evidence) গ্রহণ, বা যুক্তিতর্ক (argument) গ্রহণ, বা আদেশ (order) বা রায় (judgment) প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

(৪) প্রস্তাবিত বিলটি আইনে পরিণত হলে বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে ভিডিও কনফারেন্সিংসহ অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে বিচারপ্রার্থী সকল পক্ষ বা তাদের আইনজীবী বা সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তি বা সাক্ষীগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করে বিচার কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আনিসুল হক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক, (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd